প্রথম আলো

তারিখ 30 MAR 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

হল তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক প্রত্যাহার

ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ধানমন্ডির আইডিয়াল কলেজের আটজন এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় কলেজটির ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ও একজন আবাসিক শিক্ষককে (হাউস টিউটর) প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেছে।

মারধরের শিকার ছাত্রদের একটি রক্তাক্ত ছবি তিন দিন ধরে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বলা হয়, জন্মদিন উদ্‌যাপন করায় ছাত্রদের লোহার রড দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করেছেন কলেজ ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। তত্ত্বাবধায়ক আনোয়ার হোসেন মুঠোফোনে মারধরের ভিডিও ধারণ করেছেন বলেও জানিয়েছে ছাত্ররা।

গতকাল বৃহস্পতিবার কলেজে গিয়ে কথা হয় মারধরের শিকার এক ছাত্রের সঙ্গে। সে বলেছে, ২৭ মার্চ তাঁদের এক বন্ধুর জন্মদিন ছিল।

এ জন্য সোমবার মধ্যরাতে হোস্টেল প্রাঙ্গণে তারা কেক কেটে তা উদ্‌যাপন করে। সমবয়সী বন্ধুরা আনন্দের তালে একে অন্যের গায়ে কেক, ডিম, ময়দা ইত্যাদি ছুড়ে মেরে উল্লাস করে। হইচই শুনে আবাসিক শিক্ষক মনিরুল ইসলাম ছুটে এলে ছাত্ররা সবাই দৌড়ে নিজেদের কক্ষে ঢুকে যায়। তখন মনিরুল ইসলাম সবাইকে বাইরে আসতে বলেন।

ওই ছাত্রটি বলে, শিক্ষক মনিরুল খুবই রাগান্বিত ছিলেন, চিৎকার করে কথা বলছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলেন, 'তোরা এখন চেটে এই ময়লা পরিষ্কার করবি।' ছাত্ররা দুঃখিত বলে ক্ষমা চায় এবং প্রাঙ্গণে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে দিতে চায়। কথোপকথনের সময় শিক্ষক আরও রেগে যান, ছাত্রাবাসটির তত্ত্বাবধায়ক আনোয়ার হোসেনও ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে মনিরুল ইসলাম পর্দা টানানোর অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ দিয়ে ছাত্রদের মারতে শুরু করেন। পাইপের আঘাতে এক ছাত্রের হাত থেকে রক্ত বের হতে শুরু করে।

রক্ত বের হওয়ার কথা জানালে ওই শিক্ষক বলেন, 'রক্ত পড়ছে পড়ুক।' পরে ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক সব ছাত্রকে নিজ নিজ কক্ষে ফিরতে বলেন।

তবে হাতে আঘাত পাওয়া ছাত্রটির পরীক্ষা দিতে কোনো সমস্যা হবে না উল্লেখ করে তার বন্ধুরা জানিয়েছে, ছাত্রটির বাঁ হাত কেটে গেছে।

কলেজটির অধ্যক্ষ জসীম উদ্দীন আহমেদ গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, এভাবে ছাত্রদের মারা নিঃসন্দেহে অন্যায়। শিক্ষক নিজেকে সংযত করতে পারেননি। ঘটনা যা-ই হোক, তদন্ত কমিটি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। আর অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে হোস্টেলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হবে।

তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনো পক্ষ থেকেই অভিযোগ করা হয়নি। মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের সঙ্গে গতকাল যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁদের পাওয়া যায়নি।

ঘটনার শিকার এক ছাত্রের অভিযোগ, বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের সঙ্গে কথা না বলে শুধু অন্য বন্ধুদের ফেসবুক পোস্টের ভিত্তিতে প্রতিবেদন করেছে। এসব নিয়ে তারা ঘরে-বাইরে সাংঘাতিক চাপে রয়েছে। পড়াশোনাও ব্যাহত হচ্ছে। আগামী ২ এপ্রিল থেকে তাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু।

তবে কলেজের অধ্যক্ষ বলছেন, ছাত্ররা যাতে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে, সে জন্য নানা চেষ্টা করছেন শিক্ষকেরা। গত বুধবার হোস্টেলের ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা ও দোয়ার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল।

কলেজটি থেকে এ বছর ১ হাজার ৯০০ শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। যার মধ্যে ছাত্রাবাসে থাকে ৬০ জন।